# শাহ আবদুল আজিজের দরবারে উপস্থিতি

"লাক্ষ্মৌতে দীর্ঘ দিন অবস্থান করার পরও তাঁর উপযুক্ত কোন চাকুরী পাওয়া গেলনা। তিনি দিল্লীর দিকে ছুটলেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২০ বৎসর। গরিবী ও দারিদ্র অবস্থার কারনে তিনি অতি কষ্টে দিল্লীতে পৌঁছলেন। দিল্লীতে তিনি এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে, চেহারায় ধূলাবালু, চুলে ধুলা বালি, কাপড় ময়লা ও ফাটা এবং পা ছিল জুতার জন্য আকুল" (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ৪০৫)।

উপরন্তু দিল্লীতে তার জানা শুনা কেউ ছিলনা। বাধ্য হয়ে তিনি শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভীর মাদ্রাসায় আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

ঐ যুগে শুধু সৈয়দ সাহেব একাই দারিদ্রতায় নিষ্পেষিত ছিলেন না, বরং অধিকাংশ শিক্ষার্থী মুসলমানই এই দারিদ্রতার হাতে নিস্পেষিত ছিলেন। হযরত শাহ আবদুল আজিজ হিন্দুস্তানের এক সম্মানীত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর সুখ্যাতি হিন্দুস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। সুতরাং শিক্ষার্থীরা সব সময় চন্দ্রের বৃত্তের মত তাঁকে ঘিরে রাখতো। সৈয়দ আহমদ সাহেব যখন শাহ আবদুল আজিজের এ অবস্থা দেখলেন- তখন তারও ইলম শিক্ষা করার আগ্রহ জাগলো। **এ প্রসঙ্গে মির্জা হায়রত লিখেছেন-**

"সৈয়দ আহমদের ইচ্ছা ছিল যে, কোনমতে লেখাপড়া শিক্ষা করে আমি সম্মানীত ফাজেল হবো। কিন্তু মনের গতির কি করবেন? মন তো এদিকে মোটেই ঝুকছেনা" (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ৪০৬)।

মন্তব্য ঃ সৈয়দ সাহেব যদি সম্মানীত ফাজেলও হয়ে যেতেন- তাহলে এটা তো জরুরী নয় যে, তিনি শাহ আবদুল আজিজের মত হবেন। কেননা- কবি বলেন-

**ইঁ ছায়াদাত বজোরে বাজু নিস্ত,**
**তা না বখ্শীদ খোদায়ে বখ্শিন্দা।**

অর্থঃ এই সৌভাগ্য তো বাহুর জোরে অর্জিত হয় না, যে পর্য্যন্ত না দাতা আল্লাহ তায়ালা বখশীষ করেন।

অনুমান করা যায়- সৈয়দ সাহেব সরল অন্তকরন ও মিসকিন স্বভাবের কারনেই শাহ সাহেবের দরবার পর্য্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন এবং শাহ্ সাহেবের নিকট কোন কিতাব পড়া শুরু করেছিলেন- কিন্তু নিষফল।

**এ প্রসঙ্গে মির্জা হায়রত লিখেছেন-**

"একমাস পর্যন্ত শাহ সাহেব তাকে পড়ালেন, কিন্তু কোন ফল হলো না। সৈয়দ আহমদের মনও তিক্ত হয়ে উঠলো এবং শাহ আবদুল আজিজও বলে চললেন। ফল হলো এই যে, সৈয়দ আহমদ যখন কিতাব নিয়ে বসতেন, তখন চোখে শরষে ফুল দেখতেন - যেমন অধিকাংশ দূর্বল মেধার ছাত্রদেরই এ অবস্থা হয়ে থাকে" (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ৪০৮)।

**মির্জা হায়রত আরও লিখেছেন-**

"হাজার ধরনের চেষ্টা করা হয়েছিল যে, সৈয়দ আহমদের কিছু শিক্ষালাভ হোক, কিন্তু তার মন লেখা পড়ায় একেবারেই বসেনি" (প্রাগুক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৪০৯)।

সৈয়দ আহমদ সাহেবের মেধাশুন্যতা ও অমনোযোগিতার কারনে শাহ আবদুল আজিজ যখন হতাশ হয়ে গেলেন- তখন তাকে সাধারন দরস খানায় শামিল হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো- যা সপ্তাহে দুবার অনুষ্ঠিত হতো। এখানে শুনে শুনে সাধারন লোকেরা কিছুটা উপকৃত হতো।

**এ প্রসঙ্গে মির্জা হাযরত দেহলভীর সাক্ষ্য নিম্নরূপ -**

"অতঃপর শাহ আবদুল আজিজ সাহেব তাকে এই অনুমতি প্রদান করলেন যে- দরসে কোরআন ও দরসে হাদীসের সময় যেন তিনি তথায় উপস্থিত থাকেন" (ঐ ৪০৯)।

অর্থাৎ শাহ সাহেব তাকে **"মর্দে বে মুরাদ"** বা মুরোদহীন পুরুষ মনে করে তার থেকে অবসর নিলেন এবং মূল্যবান সময়কে অপচয় করা থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। বিদ্যা শিক্ষার এই দ্বিতীয় সুযোগটিও সৈয়দ সাহেব নিজের মেধাশুন্যতার কারণে হারালেন। চিরদিনের জন্য তিনি ব-কলম রয়ে গেলেন। ভবিষ্যতে সৈয়দ সাহেব অন্য কিছু হতে পারেন, কিন্তু অজ্ঞতা ও মূর্খতার কলঙ্ক মোচন করতে পারেন নি।

সৈয়দ সাহেবের অন্যান্য জীবনী লেখকরা মির্জা হায়রত দেহলভীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করে লিখেছেন যে, **"সৈয়দ সাহেব শাহ আবদুল কাদেরের খেদমতে ছিলেন- শাহ আবদুল আজিজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি।"**

মন্তব্য ঃ তাহলে দেখা যায় যে, শাহ আবদুল আজিজের নিকট থেকে তরিকতের ফায়দা হাসিল করার কাহিনীটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মনগড়া। সৈয়দ আহমদ সাহেব জীবিকার অন্বেষনেই দিল্লী এসেছিলেন এবং এসেই জীবিকার পরিবর্তে বিদ্যার্জনে মনোনিবেশ করলেন। ফল হলো- না এদিকের- না ওদিকের। নিম দরুঁ ও নিম বরুঁ-র অবস্থাও সৃষ্টি হলো না। তথাপিও এমন একটি কাজ তাঁর দ্বারা হয়েছে- যা তাঁর জন্য ভবিষ্যতের সম্মান ও সুখ্যাতি বয়ে এনেছিল। তা হলো- শাহ আবদুল আজিজের নিকট কথিত বাইআত হওয়ার সৌভাগ্য। শাহ আবদুল আজিজের নামধাম হিন্দুস্তানের মাদ্রাসা ও খানকা সমূহে নূতন করে পরিচয়ের মুখাপেক্ষী ছিলনা। তাই সৈয়দ সাহেব ও তার অনুগামী বন্ধুরা এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেন নি।